গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মস্থান কর্মসূচি "প্লাস" (ইজিপিপি$^{+}$)-এর জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতিঃ মোঃ মোহসীন
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

তারিখ ও সময়ঃ ১৭-০৫-২০২১ খ্রিঃ, সকাল: ১০.০০ ঘটিকা

(ভার্চুয়ালি Zoom App এর মাধ্যমে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে)

সভাপতি মহোদয় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি$^{+}$)-এর জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভায় Zoom App এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদেরকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি মহোদয় SMoDMRPA প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-কে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপন করার জন্য আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আলোচনা করা হয় ও সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

| ক্রমিক | আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা | সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|
| ১। | প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে **ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচির** পটভূমি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন যে, কক্সবাজার জেলায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য বিশ্বব্যাংকের অনুদানে ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর-এর মধ্যে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার মধ্যে ৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচি, ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response (EMRCRP) প্রকল্প এবং ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার SMoDMRPA প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। প্রতিশ্রুত এ অর্থ জুন, ২০২১ সালে অবমুক্ত করা হবে বলে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বাজেট পেলে এ কর্মসূচির কাজ শুরু করা যাবে।<br><br>প্রকল্প পরিচালক সভায় কর্মসূচির লক্ষ্য সম্পর্কে জানান যে, | |

| | | |
|---|---|---|
| | ক) দুর্যোগে আক্রান্ত পরিবারকে উৎপাদনশীল সম্পদ বিক্রয়, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস ইত্যাদির মতো নেতিবাচক প্রতিকারের কৌশলগুলো ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান তথা আয় সহায়তা প্রদান করা; এবং | (ক) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাকে কক্সবাজার জেলার উপকারভোগীর তালিকা দ্রুত সম্পন্ন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য তাগিদ অব্যাহত রাখতে হবে। |
| | খ) দুর্যোগের প্রভাব হ্রাসে দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারকে প্রস্তুত করাসহ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সক্ষম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা উন্নয়ন করাই এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। | (খ) SMoDMRPA প্রকল্প পরিচালক কক্সবাজার গিয়ে উপকারভোগী নির্বাচনের কাজ তদারকি করবেন। |
| | কর্মসূচির পরিধি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারের সহায়তার জন্য কেবলমাত্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমটি ব্যবহার করতে পারবে এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রবাহ, সশস্ত্র সংঘাত এবং অর্থনৈতিক বা আর্থিক সংকটের ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম চালু করা হবে। | (গ) BBS-এর মাধ্যমে উপকারভোগীদের তথ্যসমূহ যাচাই করে সঠিকভাবে কক্সবাজার জেলার উপকারভোগী নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করা যেতে পারে। |
| | সভায় আরও জানানো হয় যে, কক্সবাজার জেলায় ইজিপিপি কর্মসূচির ১৬,১৭৪ জন উপকারভোগীর সাথে নতুন ২৪,০০০ জন উপকারভোগী সমন্বয়ে মোট ৪০,১৭৪ জন উপকারভোগী ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচির আওতায় এনে সহায়তা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার জেলায় উপজেলাওয়ারী নতুন ২৪,০০০ জন উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে পত্রের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (DRRO)-কে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে SMoDMRPA প্রকল্প থেকে DRRO-কে উপকারভোগী নির্বাচনের অগ্রগতি জানানোর জন্য পত্র প্রেরণ করে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। DRRO-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ঈদের ১০ কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচিত উপকারভোগীদের তালিকা সম্পন্ন করে প্রেরণ করতে পারবে। | |
| | মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ইতোমধ্যে প্রচলিত ইজিপিপি কর্মসূচির উপকারভোগীর তথ্য BBS থেকে যাচাই করায় বেশ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই, নতুন করে সঠিকভাবে ২৪,০০০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা একটি চ্যালেঞ্জ। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, BBS-এর মাধ্যমে উপকারভোগীদের তথ্যসমূহ যাচাই করে সঠিকভাবে কক্সবাজার জেলার উপকারভোগী নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রয়োজনে পূর্বের উপকারভোগীদের তালিকা পুনর্বিবেচনা (re-visit) করা যেতে পারে। BBS-এর প্রতিনিধি প্রকল্প পরিচালক, NHD প্রকল্প সভায় জানান যে, BBS থেকে উপকারভোগী যাচাই ও নির্বাচনের কাজ করে দেয়া হচ্ছে। | |

| | | |
|---|---|---|
| | মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সভায় বলেন যে, প্রয়োজনে প্রকল্প পরিচালক, SMoDMRPA প্রকল্প কক্সবাজার গিয়ে উপকারভোগী নির্বাচনের কাজ তদারকি করে আসতে পারেন। DRRO, কক্সবাজার-কে জেলার উপকারভোগীর তালিকা দ্রুত সম্পন্ন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য তাগিদ দিতে হবে। | |
| ২। | **ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচীর মানদন্ড প্রণয়ন।**<br><br>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচির অঞ্চল হবে কক্সবাজার জেলা, বাস্তবায়ন কাল বছরে ১৪৪ দিন, মজুরির হার ৪০০ টাকা, সর্দার মজুরি অতিরিক্ত ৫০ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া হবে নিয়মিত ইজিপিপি নির্বাচন প্রক্রিয়া এ কর্মসূচির মানদন্ড হিসেবে অনুমোদনের জন্য এ সভায় প্রস্তাব করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট 'ক'**)। ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচির মানদন্ড নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং মানদন্ডে প্রস্তাবিত সকল বিষয় অনুমোদনের জন্য সভা একমত ঘোষণা করেন। সভায় এ কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত সামাজিক প্রকল্পের প্রকৃতি ও ধরন নিয়েও আলোচনা করা হয়। | ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছকে প্রস্তাবিত ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচীর মানদন্ড সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো। |
| ৩। | **ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ।**<br><br>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিশ্বব্যাংক জুন, ২০২১ এর মধ্যে অর্থ ছাড় করতে পারবে বলে আশা করা যায়। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কক্সবাজারে ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচি শুরু করার নিমিত্ত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য প্রশাসনিক ব্যয় ১৫.৫২ লক্ষ টাকাসহ প্রস্তাবিত মোট ১৪১.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ এখনও না পাওয়ায় এ কর্মসূচি শুরু করা সম্ভব হচ্ছেনা। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বাজেট পেলে কক্সবাজারে ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচি শুরু করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়। | (ক) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কক্সবাজারে ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচি শুরু করা হবে। |
| | অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে যাতে সঠিকভাবে উপকারভোগী বাছাই করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনে ইজিপিপি$^{+}$কর্মসূচির বাজেটের জন্য Ibas code নিতে হবে। আজকের সভায় আলোচনার মাধ্যমে পরিলক্ষিত প্রভেদ পূরণ করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা-১ এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। তবে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কর্মসূচি শুরুর বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ না থাকায় কিছু জটিলতা দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসাপেক্ষে ইজিপিপি$^{+}$কর্মসূচি ২০২১-২০২২ অর্থ বছর হতে চালু করা হবে বলে সভায় একমত পোষণ করা হয়। | (খ) ইজিপিপি$^{+}$কর্মসূচির বরাদ্দ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের জন্য অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ), প্রকল্প পরিচালক এবং উপসচিব (বাজেট) যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাদেরকে সহায়তা করবেন।<br><br>(গ) ইজিপিপি$^{+}$কর্মসূচির ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য বাজেট বরাদ্দ চেয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে এখনই অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। |

| | | |
|---|---|---|
| | সভাপতি সভায় জানান যে, ইতোপূর্বে একনেক সভায় এ কর্মসূচির সকল বিষয় নিয়ে বিষদভাবে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং, এখন সকলকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এ কর্মসূটির সফল বাস্তবায়নে একত্রে কাজ করতে হবে। আইএমইডির প্রতিনিধি বলেন যে, বর্তমানে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাটাই প্রধান কাজ। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় অর্থায়নের বিষয় এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি জানতে চান। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, চলতি অর্থ বছরে এ কর্মসূচির জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয় নি এবং বিষয়টি বাজেট সভাতেও আলোচনা করা যায় নি। তবে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা-১ প্রস্তাবিত অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখছে। জবাবে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর জানান যে, প্রকল্প থেকে অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ বিষয়ে ১৪১.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় থেকে এ প্রস্তাব অর্থ বিভাগেও প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি জানান বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ কর্মসূচির বরাদ্দ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের জন্য প্রকল্প পরিচালক, অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ) ও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। এছাড়াও ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচির ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য বাজেট বরাদ্দ চেয়ে এখনই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। | |

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
( মোঃ মোহসীন )
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০১৯.১৯.১৭৬/১(২২) তারিখঃ ২৭-০৫-২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৮। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১১। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
১৬। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মৎস্য ভবন, সেগুন বাগিচা।
১৭। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৮। অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৯। প্রকল্প পরিচালক, SMoDMRPA প্রকল্প, ভেঞ্চার টাওয়ার, ৪র্থ তলা, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
২০। উপসচিব (বাজেট), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২১। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২২। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

২৭/০৫/২০২১

( মোঃ শহিজাহান )
সিনিয়র সহকারী সচিব (ত্রাক-১)
ফোনঃ ৯৫৪৫৮৬৯